সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫৫
WEEKLY BOOKLET:455

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ২২ বছর আগের বয়ান

মন জয় করার ফযিলত

খুশির ফেরেশতা ০৮
মন জয় করার একটি সহজ পদ্ধতি ০৮
মন জয় করার বিভিন্ন রূপ ০৮
২০ বছর পর্যন্ত অন্ধ ০৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মন জয় করার ফযিলত(১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকাটি "মন জয় করার ফযিলত" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে মুসলমানদের হৃদয়ে খুশি প্রবেশকারী বানিয়ে তার মা-বাবাসহ পুরো পরিবারকে জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করার তাওফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি ১০০ বার দরুদে পাক পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এ নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫৩, হাদিস: ১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই বয়ানটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২২ রমযানুল মুবারক ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ১৭ নভেম্বর ২০০৩ সালে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় করেছিলেন যা আল মদীনাতুল ইলমিয়ার একটি শাখা "বয়ানাতে আমীরে সুন্নাত" সংকলন করেছে।

www.dawateislami.net

বৃদ্ধা মহিলার দীদার হয়ে গেল

একবার মদীনায়ে মুনাওয়ায় ১৪০৫ হিজরীতে যিয়ারতের সময় আমার (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর) এক পীর ভাই মরহুম হাজ্বী ঈসমাঈল আমাকে এই ঘটনাটি বললেন যে, দু ইবা তিন বছর আগে প্রায় ৮৫ বছরের একজন মহিলা হাজী সোনালী জ্বালীর মুখোমুখি সালাম পেশ করার জন্য উপস্থিত হল এবং তার হৃদয় ভাঙ্গা আওয়াজে সালাতু সালাম পেশ করা শুরু করল, হঠাৎ এক মহিলা কিতাব থেকে দেখে দেখে খুবই চমৎকার উপাধিতে সালাতু সালামের উপহার পেশ করছিল, এটা দেখে বেচারা অশিক্ষিত বৃদ্ধা মহিলার মন খারাপ হতে লাগল, সে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি তো লেখাপড়া জানি না যে, সুন্দর সুন্দর শব্দাবলী দ্বারা সালাম আরজ করব, আমার মত অশিক্ষিত মানুষের সালাম আপনার কি পছন্দ হবে? অতঃপর ওই মহিলাটির হৃদয় ব্যথাতুল হল এবং কান্নাকাটি করে চুপ হয়ে গেল। রাতে যখন ঘুমালো তখন ঘুমন্ত ভাগ্য চমকে উঠল! কী দেখলো! শিয়রে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ এনছেন, যবান মুবারক নড়ে উঠল, রহমতের ফুল ঝরতে লাগল, শব্দাবলী কিছুটা এরকম ছিল: তুমি হতাশ কেন হচ্ছো? শোনো! আমি সর্বপ্রথম তোমার সালাম কবুল করলাম।

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গোলামদের মন জয় করার কতটুকু খেয়াল রাখেন যে, কোনভাবে যেন তাঁর কোন গোলামের মন ভেঙ্গে না যায়।

www.dawateislami.net

تم اُس کے مددگار ہو تم اُس کے طرفدار
جو تم کو نکمّے سے نکمّا نظر آئے

তুম উস কে মদদগার হো তুম উস কে তরফদার
জো তুম কো নিকম্মে সে নিকম্মা নযর আয়ে

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও আযমতের প্রতি উৎসর্গিত হোন! ভাঙা হৃদয় তাঁর দরবারে কবুল এবং তিনি ভাঙা হৃদয়ের মন জয় করেন, আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খুব সুন্দর বলেছেন:

سنتے ہیں کہ محشر میں صرف اُن کی رَسائی ہے — گر اُن کی رَسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے
یُوں تو سب اُنہیں کا ہے پَر دل کی اگر پوچھو — یہ ٹوٹے ہوئے دِل ہی خاص اُن کی کمائی ہے
مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضاؔ واللہ — صرف اُن کی رَسائی ہے صرف اُن کی رَسائی ہے

সুনতে হ্যা কেহ মেহশর ম্যা সিরফ উন কি রসায়ী হ্যা
গার উন কি রসায়ী হ্যা লো জব তো বন আয়ি হ্যা
ইউঁ তো সব উনহি কা হ্যা পর দিল কি আগর পুছো
ইয়ে টুটে হুয়ে দিল হী খাস উন কি কামায়ি হ্যা
মুতলা' ম্যা ইয়ে শাক কিয়া থা ওয়াল্লাহ রযা ওয়াল্লাহ
সিরফ উন কি রসায়ী হ্যা সিরিফ উন কি রসায়ী হ্যা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের একটি ঝলক

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা তাঁর গোলামদের মনখুশি রাখতেন এবং কখনো কারো মনে কষ্ট দিতেন না যেমন হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন

www.dawateislami.net

মালেক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যিনি প্রায় দশ বছর পর্যন্ত রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এর খেদমত করেছেন, বলেন: আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে ছিলাম। আমার আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে কখনো বলেননি যে, এইকাজটি কেন করেছো? আর এই কাজটি কেন করোনি?

(আবু দাউদ, ৪/৩২৪, হাদিস: ৪৭৭৪)

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই বিষয়টি খুবই খেয়াল রাখতেন যে, কারো হৃদয় যেন না ভাঙে। আহ! তারা কত মন্দ আর অপছন্দনীয় লোক যারা অকারণে মানুষের মন ভাঙতে থাকে, কাউকে চোখ রাঙিয়ে, কাউকে ধমক দিয়ে আর কাউকে ধাক্কা দিয়ে মনে কষ্ট দেয়।

ঘাড় ডিঙিয়ে যাওয়া

কিছুলোক এইভাবেও মানুষকে কষ্ট দেয় যে, দেরীতে আসার পরও মসজিদের প্রথম কাতারে নামায পড়ার জন্য পেছনের কাতারের পা ডিঙিয়ে সামনে যায় এবং অন্যদেরকে ধাক্কা দিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করে, না জানি কত মানুষের মনে কষ্ট দিয়েছে এবং কতজনকে مَعَاذَاللّٰہ! কনুই ও লাথি মেরেছে অথচ এমন করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

অতএব হাদিসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন মানুষের গর্দানের উপর পা টপকিয়ে টপকিয়ে যায় সে জাহান্নামের দিকে সেতু তৈরি করল। (তিরমিযী, ২/৪৮, হাদিস: ৫১৩) এর একটি অর্থ হলো এটি যে, সেটার উপর দিয়ে মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[২]

---

২. হাদিসে اِتَّخَذَ جِسْراً শব্দটি রয়েছে। এটিকে মা'রুফ ও মাজহুল উভয় পদ্ধতিতে পড়া হয়। এই অনুবাদটি মা'রুফ রীতিতে করা হয়েছে এবং যদি মাজহুল রীতিতে পড়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে তাকে একটি সেতুতে পরিণত করা হবে। ☞

www.dawateislami.net

একবার ভাবুন তো, যদি পদদলিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং এই ভিড়ের মধ্যে কেউ পড়ে যায় আর লোকেরা তার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, এমনকি জুতো পরা কোনো ব্যক্তিও, কোন স্যান্ডেল পরা ব্যক্তি দৌড়াচ্ছে আর কেউ লাথি আর কেউ ঘুষি মারছে আর সে পদদলিত হচ্ছে এভাবে তো আমার মনে হয় সে হালুয়া হয়ে যাবে, এটা কত কঠিন ব্যাপার। এজন্য মানুষের মনে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

নেকীর মাঝে গুনাহ সম্পাদন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক কাজ করতে গিয়ে মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এমন অনেক ভালো কাজ আছে যা একজন মানুষ মনে করে তা করে নিই কিন্তু এই ভালো কাজগুলো করতে গিয়ে সে বহু মানুষের হৃদয় ভেঙে ফেলে এবং নিজে গুনাহগার হয়ে যায়, শয়তান এমন লোকদের নিয়ে হাসাহাসি করে কেননা নেকীর বিষয়ে অপরের মনে কষ্ট দেওয়া ব্যক্তি বোকা মানুষ মনে করে যে সে আল্লাহ পাককে খুশি করছে অথচ সে আল্লাহ পাককে কঠিনভাবে নারাজ করে উভয় হাতে নিজের জন্য জাহান্নামের আগুন নিচ্ছে।

এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করুন যে, নাত মাহফিলে অংশগ্রহণ করা সাওয়াবে কাজ কিন্তু যদি কেউ রাত দুইটা পর্যন্ত নাত মাহফিলে অংশগ্রহণ করতে থাকে আর ঘরে মা অসন্তুষ্ট হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে যে, না জানি কখন আমার ছেলে ঘরে আসবে? অতঃপর এই সে বাবাকেও টেনশনে

☜অর্থাৎ, যেভাবে সে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে গেছে, সেভাবেই বিচার দিবসে তাকে জাহান্নামে যাওয়ার একটি সেতুতে পরিণত করা হবে এবং লোকেরা তার উপর দিয়ে আরোহণ করবে। (হাশিয়া বাহারে শরীয়ত, ৪/৭৬১)

ঘুমোতে দেয়নি। অথচ তাঁকে সকালে চাকরিতে যেতে হবে, এখন যদি কেউ এইভাবে নাত মাহফিলে অংশগ্রহণ করে মনে করে যে, আমি উচ্চ মাপের ইবাদত করছি তবে এটি অনেক বড় ভুল হবে, এমন ব্যক্তি মা-বাবার মনে কষ্ট দেওয়ার কারণে গুনাহগার এবং জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত হবে। মনে রাখবেন! নাত মাহফিল যদিওবা ভালো কাজ কিন্তু মা-বাবার আনুগত্য করা ফরয।

মা-বাবার আনুগত্য কতক্ষণ করবেন?

হে আশিকানে রাসূল! পিতা-মাতার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত করতে হবে যতক্ষণ তারা গুনাহ অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানী করার নির্দেশ না দেয়। যদি মা-বাবা নামায পড়তে বাধা দেয় তবে তাদের কথা মানা যাবে না কেননা নামায না পড়া অবস্থায় আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানী হবে। একইভাবে যদি মা-বাবা শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে নামায পড়তে নিষেধ করে এবং ঘরে নামায পড়তে বলে তবে এহেন অবস্থায়ও তাদের কথা মানা যাবে না, হ্যাঁ! যদি বাধা দেওয়ার কোন শরয়ী কারণ থাকে যেমন মা-বাবা অসুস্থ হয় তাদেরকে দেখাশোনা করার মত কেউ না থাকে তবে এই অবস্থায় ঘরে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে। এই নীতিটি মনে রাখবেন যে, পিতামাতার অবাধ্যতা হয় এমন কোনো নফল কাজ করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি পিতামাতা কাউকে নফল হজ্ব করতে নিষেধ করেন, তবে সে যেতে পারবে না। আর যদি সে যায়, তবে সে গুনাহগার হবে, কারণ পিতামাতার আনুগত্য করা ফরয।

www.dawateislami.net

লাগাম অন্য কারো হাতে

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের এই ভূমিতে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বিচরণ করা উচিত। যখন আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি, তখন যেন আমরা নিজেদেরকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি। এমন নয় যে, এখন আমাদের ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু হবে। আমরা কখনোই আমাদের ইচ্ছার মালিক নই, বরং আমাদের লাগাম অন্য কারো হাতে। বিষয়টি এভাবে ভাবুন: যদি কেউ দিনে আট ঘণ্টা কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে এখন সেই আট ঘণ্টা কোম্পানির প্রধানের হাতে থাকে। তিনি যেদিকেই ইচ্ছা সেদিকে তা ঘোরাতে পারেন। যদি তিনি তার কর্মচারীকে টাকা গুনতে আদেশ দেন, তাকে সেই কাজ করতেই হবে। যদি তিনি চা আনতে বলেন, কর্মচারীকে "জি, মহাশয়" বলে চা আনতে যেতে হবে।

মনে রাখবেন! বান্দা বাধ্য, তাকে লাগাম লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং লাগামটি অন্য কারো হাতে। আল্লাহ পাকের শপথ! যখনই লাগাম টানা হবে, বান্দা সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ে যাবে। বান্দা তো অনেক কিছু চায় যে, এটাও করে ফেলি-সেটাও করে ফেলি, তার মন চায় বড় বড় কাজ করতে আর বড় বড় প্লাজা তৈরি করতে কিন্তু প্রত্যেক বান্দা এসব করতে পারে না, কারণ তার লাগাম অন্যের হাতে রয়েছে। এই পৃথিবীতে কেউ চায় না সে অসুস্থ হোক, কিন্তু সে অসুস্থ হতেই থাকে; কেউ চায় না তার মাথায় ব্যথা হোক, কিন্তু তার মাথা ব্যথা হতেই থাকে, কারণ লাগাম অন্যের হাতে। যাইহোক, বান্দা অনেক দাম্ভিকতা করে, কিন্তু তার মাথা ব্যথা হলে তার প্রতিকার তার হাতে থাকে না, আর জ্বর হলে সে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে, কারণ লাগাম অন্যের হাতে। কে বৃদ্ধ হতে চায়? সবাই তরুণ থাকতে চায়,

www.dawateislami.net

কিন্তু বার্ধক্য আসতেই থাকে আর তখন একজন বৃদ্ধ যখন বার্ধক্য থেকে তার যৌবনের দিকে তাকায়, তখন সে আকুল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নিশ্চয়ই, যার কোটি কোটি টাকা আছে, সে টাকা দিয়ে শুধু ওষুধই কিনতে পারে, আরোগ্য নয়। একইভাবে, টাকা বার্ধক্যকে আটকাতে পারে না, যৌবনও কিনতে পারে না। কোটি কোটি টাকা দিয়েও যৌবনের একটি দিন বা একটি ঘণ্টাও কেনা যায় না। যখন একজন মানুষ এতই অসহায়, তখন কেন সে আল্লাহর কাছে নত হবে না, তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করবে না এবং তাঁরই হয়ে যাবে না, যাঁর হাতে সবকিছু এবং কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তাঁরই সামনে হাজির হতে হবে।

মন জয় করা মহান একটি সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শুরুতে আপনারা মন জয় করার অর্থ সম্পর্কে শুনেছেন যে, মন জয় করা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আমাদের প্রিয় নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কখনো কারো মনে কষ্ট দেননি। কতই না হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের মনে কষ্ট দেয়, কারও উপহাস করে , কাউকে কটাক্ষ করে, কাউকে দেখে অট্টহাসি দেয় মোটকথা নানাভাবে মানুষের মনে কষ্ট দেয়।

মুসলমানের মন জয় করা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর একটি মহান সুন্নাত। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মন জয় করার অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন, যার মধ্যে একটি হলো, যখন কেউ তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতো, তখন তিনি তার জন্য জায়গা করে দিতেন (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৬৮, হাদিস: ৮৯৩৩)। মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, সাহাবীদেরকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ বলতেন: তোমাদের ভাইয়ের জন্য জায়গা করে দাও। (মুসলিম, ৯২৩ পৃ:, হাদিস: ৫৬৮৪, উদ্ধৃত) জায়গা করে

www.dawateislami.net

দেওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কী? সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে ভালো জানেন। তবে, এর একটি তাৎপর্য হলো এই যে, এমনটি করার মাধ্যমে আগত মুসলিম ভাইয়ের জন্য একটি জায়গা উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং সে আরামে বসতে পারবে, আর এর মধ্যে মুসলিমকে সান্ত্বনা দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত। ভেবে দেখুন! সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জন্য স্বয়ং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের স্থান থেকে সরে যাচ্ছেন, নিশ্চয়ই তার মন কতই না খুশি হবে । বরং তার মন মদীনা মদীনা হয়ে যাবে। এবং সে নিশ্চয়ই ভাববে যে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন।

দেখুন! আগত কোনো ব্যক্তির জন্য একটু সরে যাওয়া কত ভালো একটি কাজ, এতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু এখানে এই সুন্নাতটি প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বরং আমাদের অবস্থা হলো এই যে, যখন আমরা কাউকে আসতে দেখি, তখন তার বসার কারণে জায়গা আরও সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমরা আরও ছড়িয়ে বসে পড়ি। ফলে, সরে যাওয়ার পরিবর্তে আমরা তার জন্য জায়গা আরও সংকীর্ণ করে ফেলি, যদিও হাদিসে মুবারকায় আমাদেরকে "মুমিনের প্রতি নম্র হতে" উৎসাহিত করা হয়েছে। (মুসলিম, ১০৭২, ১০৭৩ পৃ:, হাদিস: ৬৬০১, ৬৬০২, মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত) কিন্তু আমরা অনমনীয় হয়ে যাই।

একটু সরে বসার দুইটি উপকার

ইসলামী ভাইয়েরা আমাকে (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে) বার বার দেখেছে হয়তো, ফয়যানে সুন্নাতের দরসের মাঝখানে যখন মুবাল্লিগ ঘোষণা করে যে "কাছাকাছি এসে বসুন" তখন আমি একটু সরে বসি এমনকি, যদি সে তিনবার ঘোষণা করে তবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি তিনবার সরে বসি। সরে বসার দুইটি উপকার হয়, যথা: (১) মুবাল্লিগের

www.dawateislami.net

স্পৃহা বৃদ্ধি পায় (২) অনেক ইসলামী ভাই আমাকে সরে যেতে দেখে মুচকি হাসে এবং খুশি হয়ে থাকে এইভাবে প্রত্যেকের হৃদয়ে খুশি প্রবেশ করে যা দ্বারা আমিও اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব পাব।

মুবাল্লিগের ঘোষণা করলে একটু সরে যাবেন

হে আশিকানে রাসূল! যখন দরস ও বয়ানের পূর্বে মুবাল্লিগ বয়ান করে যে "কাছাকাছি এসে বসুন" তখন সামান্য একটু সামনে গিয়ে জায়গা করে দিন। এর দ্বারা মুবাল্লিগের হৃদয় খুশিতে মদীনা হয়ে যাবে আর সে মনে করবে যে, লোক আমার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। মনে রাখবেন! দ্বীন ইসলামে মুসলমানদের হৃদয়ে খুশি প্রবেশ করানোকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এটির অনুমান এটা থেকে করতে পারেন যে, যদি কেউ সম্পদের মাধ্যমে তার স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের মন খুশি করতে না পারে তবে তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, হাসিমুখে ও সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তার মনখুশি করো যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে: মুসলমানের সামনে মুচকি হাসাও সদকা। (তিরমিযী, ৩/৩৮৪, হাদিস: ১৯৬৩) অপর এক হাদিসে পাকে বলা হয়েছে: তুমি তোমার সম্পদ দিয়ে মানুষকে খুশি করতে পারবে না, বরং তোমার সদাচার ও উত্তম চরিত্র দিয়ে তাদের খুশি করো। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৫৩, হাদিস: ৮০৫৪)

খুশির ফেরেশতা

একজন মুসলমানের হৃদয়ে সুখ নিয়ে আসা সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে? হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের হৃদয়ে সুখ নিয়ে আসে, তখন আল্লাহ পাক সেই সুখ থেকে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যে আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাকের ইবাদত করে এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ঘোষণা করেন। অতঃপর, যখন সেই বান্দা মারা যায়, তখন ওই খুশির ফেরেশতা তার কবরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে: তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো? বান্দা বলে: চিনতে পারছি না? তখন খুশির ফেরেশতাটি উত্তর দেয়: আমি সেই সুখের রূপ যা তুমি অমুক মুমিনকে দিয়েছিলে। এখন, আমি তোমাকে ভয়ের মধ্যে (অর্থাৎ কবরের ভয়ে) স্বস্তি দেব, আমি তোমাকে তোমার প্রমাণ (অর্থাৎ মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর) বলে দেব এবং আমি তোমাকে সত্যের বাণীর মাধ্যমে অটলতা দান করবো। আমি বিচার দিবসে তোমার কাছে আসব এবং তোমার জন্য সুপারিশ করব ও জান্নাতে তোমার স্থান দেখিয়ে দেব।

(শরহুস সুদূর, পৃ: ১৫৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মুসলমানদের হৃদয়ে খুশি প্রবিষ্ট করা কত বড় প্রতিদানের কাজ, এজন্য দরস ও বয়ানকারী মুবাল্লিগও অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, না জানি সে কত খুশির কথা বলে মুসলমানদের হৃদয়ে খুশি প্রবেশ করিয়ে দেয়, কত সাওয়াব অর্জন করে এবং কতজন খুশির ফেরেশতা তার জন্য সৃষ্টি করা হয়। ইনফিরাদি কৌশিশকারী ব্যক্তি অর্থাৎ যে মানুষকে বুঝায় সেও বড় ভাগ্যবান কেননা সে মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করে এবং তাদের হৃদয়ে আনন্দ দেয়। মনে রাখবেন! যে ইসলামী ভাই মিশুক প্রকৃতির হয় সে কোন না কোন সময় মানুষের মন জয় করার পাথেয় করতে থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মুখ ফুলিয়ে সাক্ষাত করে এবং অনেক মুসলমানদেরকে নিজের কাছে আসতে দেয় না তারা অনেকগুলো সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী বলতে কী বোঝায়?

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন খুশির কারণে সৃষ্ট ফেরেশতা কবরের কাছে আসবে, তখন সে বলবে: "আমি তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কথার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তি দান করব।" মনে রাখবেন! "সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী" বলতে সেই সত্যকে (অর্থাৎ ঈমানের বাণীকে) বোঝায়, যার উপর আল্লাহ পাকের করুণায় মুমিনদেরকে দৃঢ় ভিত্তি দান করা হয়, যেমনটি সূরা ইব্রাহিমের ১৩ নং অধ্যায়ের ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন ঈমানদেরকে শাশ্বত বাণী-তে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه একজন মুমিনের মহিমা এই যে, তার উপর যতই বিপদ আসুক না কেন, সে ধৈর্যধারণ করে এবং যা কিছুই ঘটুক না কেন, জীবনাবসান পর্যন্ত সে ইসলামের ছায়া থেকে সরে যায় না। অতঃপর সে পরকালের প্রথম গন্তব্যে (অর্থাৎ কবরে) পৌঁছায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে, মুনকার-নাকির যখন তাকে প্রশ্ন করে, তখন সে অবিচল থাকে (অর্থাৎ সঠিক উত্তর দেয়)। তারপর তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং তাতে জান্নাতের বাতাস ও সুগন্ধ প্রবেশ করে। কবর থেকে অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং তা আলোকিত হয়ে ওঠে। আকাশ থেকে একটি ঘোষণা আসে: আমার বান্দা সত্য বলেছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই "সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর" উপর অবিচল রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মন জয় করার একটি সহজ পদ্ধতি

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের জীবনে মন খুশি করার এমন অনেক সুযোগ রয়েছে, যার জন্য কাউকে একটি পয়সাও খরচ করতে হয় না, কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না, কিংবা কোনো কষ্টও করতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ আপনাকে বলল: "আমি অমুক জায়গায় যেতে চাই, আমাকে ঠিকানাটা বলে দিন।" এখন, যদি আপনি হাসিমুখে তাকে ঠিকানাটা বুঝিয়ে দেন অথবা তার সাথে দুই পা হেঁটে তাকে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানাটা বলে দেন, তবে এটিও একজন মুসলমানের জন্য এক প্রকার খুশি করা ও সাওয়াবের কাজ। একইভাবে, যদি কোনো অসহায় ব্যক্তি কোনো ভারী জিনিস তুলে তার মাথায় বা কাঁধে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু তা করতে না পারে, তবে আপনি সেটি তুলে তার মাথায় তুলে দিন, অথবা সম্ভব হলে আপনার কাঁধে তুলে নিয়ে তাকে কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিন।

যদি দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাই এমনটি করে তবে সে অনেক উপকার অর্জন করতে পারবে যেমন যার বোঝা উঠানো হবে তার হৃদয় থেকে এমন দোয়া বের হবে সে লোককে বলবে যে, দাওয়াতে ইসলামীর লোকেরা খুব ভালো এবং তাদেরকে নিজের ঘটনাটি খুলে বলবে, একদিন আমি একটি ভারী বোঝা উঠাতে পারছিলাম না তখন দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালা মানুষটি আমার ভারী জিনিসটা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন। مَاشَآءَاللّٰه দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা অনেক মন খুশি করে এমন এবং উদার মনের হয়ে থাকে, একইভাবে যার বোঝা উঠানো হবে হয়তো সে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে এবং এই ছোট মন জয় করার কারণে সংশোধন হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

এর বিপরীত যদি কেউ দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত কোন ইসলামী ভাইকে তার জিনিসপত্র মাথায় নিতে বা কাঁধে নেওয়ার আবেদন করে আর সে তাকে সাহায্য না করে তবে হতে পারে এমনটি করার কারণে সে মনে কষ্ট পাবে এবং তার সন্তানদের বলবে: দেখো বাবা! দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের কাছে যেও না, এরা ভালো লোক না, আমার একবার শরীর খারাপ ছিল তখন আমি আমার জিনিসগুলো উঠাতে পারছিলাম না তখন এক দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করলাম তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং জেনে-বুঝে নিজেকে এমনটি প্রকাশ করল যে, সে আমার কথা শুনেই নাই, তারা অনেক কঠোর ও যালিম লোক ইত্যাদি ইত্যাদি।" দেখুন! সামান্য অসাবধানতার কারণে সামনের লোক مَعَاذَ الله! কুধারণা ইত্যাদির মত অনেক গুনাহে লিপ্ত হতে পারে।

শিশুদেরও মন জয় করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মন জয় করার বিষয়টি শুধুমাত্র বড়দের সাথেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বাচ্চাদের সাথেও করা উচিত এবং যথা সম্ভব সকল বাচ্চাদের সাথে এক সমান আচরণ করুন কিন্তু আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোক এই বিষয়ে উদাসীন, সেটা হলো এভাবে যে, আমরা কিছু বাচ্চাদের বেশি আদর করি আর কিছু বাচ্চাদের কম, যার কারণে বাচ্চাদের মধ্যে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেখুন! সাধারণত ছোট বাচ্চারা পিতামাতার বেশি আদরের হয়ে থাকে যেমন যদি একটি সন্তানের বয়স তিন বছর এবং অন্যটির বয়স দেড় বছর হয়, তবে বাবা-মা দেড় বছর বয়সী শিশুটিকে বেশি ভালোবাসবেন। কিন্তু বাবা-মা যদি তাকে শুধু চুমু দেন, প্রশ্রয় দেন এবং খেলনা দেন, তবে তিন বছর বয়সী শিশুটি আপাতদৃষ্টিতে বাবা-

www.dawateislami.net

মাকে কিছু বলবে না, কিন্তু অজান্তে তার হৃদয়ে বাবা-মায়ের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করবে। তারপর, বৃদ্ধ বয়সে যখন বাবা-মা তার প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখন সে হয়তো তা প্রকাশ করবে। ততদিনে, দেড় বছর বয়সী শিশুটি হয়তো এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে অথবা সে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, কারণ যখন তৃতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছিল, তখন বাবা তাকেও উপেক্ষা করে তার সমস্ত মনোযোগ তৃতীয় সন্তানের উপর দিয়েছিলেন। তারপর, যখন চতুর্থ সন্তানের জন্ম হলো, বাবা-মা তৃতীয় সন্তানকেও উপেক্ষা করে তাদের সমস্ত মনোযোগ চতুর্থ সন্তানের উপর দিয়েছিলেন। এইভাবে, একে একে সব সন্তানই বাবা-মায়ের উপর অবিশ্বাস করতে শুরু করবে এবং বৃদ্ধ বয়সে খুব ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। তারা অসহায়ভাবে বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে তাদের পরকাল নষ্ট করবে, কিন্তু এই সবকিছু ঘটবে অনেক আগে বাবা-মায়ের অবহেলার কারণে।

বাচ্চাদেরও কিছু না কিছু বোধশক্তি থাকে

মনে রাখবেন! শিশুরা দেখতে ছোট হলেও তাদের মধ্যে কিছুটা বোধশক্তি নিশ্চয়ই থাকে। এমনকি তারা তাদের বাবা-মাকে চিনতে পারে বলেই তাদের কাছে ছুটে যায়। যদি তাদের বোধশক্তি না থাকত, তাহলে অন্যেরা ডাকলে তারা কেন তাদের কাছে ছুটে যায় না এবং ভয় পাই? যদি খুব ছোট ও অপরিণত একটি শিশুকে বাবা ছাড়া অন্য কেউ কোলে তুলে নিত, তাহলে সে দৌড়ে পালাত, বাবার দিকে তাকাত, হাত নাড়ত এবং নিজের ভাষায় চিৎকার করে বলত, "বাবা! আমাকে কোলে তুলে নাও!"

বোঝা গেল যে, শিশুদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন এক বোধশক্তি থাকে যার মাধ্যমে সে তার বাবা-মায়ের আচরণ লক্ষ্য করে, কিন্তু অসহায় ও নিঃস্ব

www.dawateislami.net

হওয়ায় সে কারও কাছে কথা বলতে বা অভিযোগ করতে পারে না। কিন্তু যখন সে বড় হবে, তখন সে অবশ্যই অন্যদের কাছে তার বাবা-মায়ের আচরণের কথা বলবে।

আমার সাথে (অর্থাৎ আমীর আহলে সুন্নাতের সাথে) সাক্ষাতের সময় অনেকেই বলেন যে, তারা শৈশবে তাদের মা অথবা বাবার কাছ থেকে ভালোবাসা পায়নি। যেহেতু দাওয়াতে ইসলামী একটি মহন সংগঠন এবং এর মাধ্যম হলো জনগণ, তাই মুবাল্লিগরা সময়ে সময়ে এই ধরনের কথা শুনে থাকেন। যদিও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সব ধরনের মানুষই যুক্ত, তবে সাধারণত সমাজের নিপীড়িত ও ভগ্নহৃদয় মানুষেরাই এর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, অপরদিকে সমৃদ্ধ, স্বচ্ছল এবং যারা বিলাসিতায় বেড়ে উঠেছে তারা খুবই অনিচ্ছুক। প্রধানত দরিদ্র শ্রেণীই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যদিও ধনী ব্যক্তিরাও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত এবং আল্লাহ পাকের রহমতে তারা তাদের দাড়ি সাজিয়েছে, যুলফি রেখেছে, পাগড়ি সাজিয়েছে এবং সুন্নাহপূর্ণ ইজতিমাসমূহ ও কাফেলাগুলোতে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে, কিন্তু দরিদ্রদের তুলনায় এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। এভাবে বুঝুন যদি একজন ধনী ব্যক্তি দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে এর বিপরীতে ৫০ বরং ৭৫ জন দরিদ্র লোক সম্পৃক্ত আছে, সুতরাং ধনীদের সংখ্যা খুবই কম।

বাচ্চাদের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালোবাসা

এটা বাস্তব যে, ছোট বাচ্চারা মা-বাবার অনেক প্রিয় হয়ে থাকে এবং মন চায় যে, তাদেরকে আদর করা হয় কিন্তু যখনই যখন আমি (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত) আমার বাচ্চাদেরকে আদর করতাম তখন আমার প্রচেষ্টা ছিল সকলকে এক সমান আদর করার কেননা যদি আমি সকল বাচ্চাদের উপস্থিতিতে শুধুমাত্র একজনকেই আদর করি তো এটার সম্ভাবনা ছিল যে, অন্য বাচ্চাদের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা কমে যেত। আমি তাদের মধ্যে কাউকে চুম্বন করতাম তো আরেকজনকে বুকে টেনে নিতাম এবং তৃতীয়জনকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ দুলনা দিতাম, যদি আপনি এইভাবে বাচ্চাদেরকে আদর করা শিখে ফেলেন তবে اِنْ شَآءَ الله কোন বাচ্চাও বড় হয়ে বিদ্রহী হয়ে উঠবে না।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মন জয় করার ধরন

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন) দাওয়াতে ইসলামীর সূচনালগ্নে যখন কাফেলার পরিভাষা ছিল না এবং কাফেলাকে ওয়াফদ বলা হতো তখন আমিই বেশিরভাগ বয়ান করতাম। যদিওবা তখন "মাদানী উদ্দেশ্য" এর জন্য নির্দিষ্ট শব্দাবলী ছিল না কিন্তু আমার মাথায় এটাই ছিল যে "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ الله আমি শয়তান ও নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যহাত রেখেছি আর হাদিসে পাকে রয়েছে: اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ অর্থাৎ মুজাহিদ হলো সে যে তার নফসের সাথে জিহাদ করে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/২৪৯, হাদিস: ২৪০১৩)

যাইহোক, ছুটির আগের দিন আমি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত) ঘোষণা করতাম যে, আগামীকাল ছুটি, আমরা বিকেলে অমুক সময়ে বাড়ি থেকে বের হব এবং অমুক মসজিদে আসরের নামায, অমুক মসজিদে মাগরিবের নামায এবং অমুক মসজিদে এশার নামায অনুষ্ঠিত হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه

www.dawateislami.net

যখন আমি এই ঘোষণা দিতাম, ৮০, ৯০ বা এমনকি ১০০ জন ইসলামী ভাই একত্রিত হতেন এবং তারপর বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিতাম। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে, তখনও আমার মনে মুসলমানদের মন খুশি করার মন-মানসিকতা ছিল, অনেক নতুন নতুন ইসলামী ভাই সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনতে আসতেন এবং আমি এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতাম যে, একবার কেউ এলে সে যেন এই দ্বীনি পরিবেশ ছেড়ে না যায়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি ইসলামী ভাইদের মনের অবস্থা জিজ্ঞেস করতাম এবং হাঁটার সময় এক হাতে একজন ইসলামী ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখতাম, অন্য হাতে আরেকজনকে জড়িয়ে ধরতাম এবং এরই মধ্যে তৃতীয় আরেকজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে আলাপ শুরু করতাম। এভাবেই, اَلْحَمْدُ لِلّٰه শুরু থেকেই মুসলমানদের মন জয় করার মানসিকতা আমার ছিল।

মন জয় শুধুমাত্র মুখে বললেই হয়ে যায় না বরং যতক্ষণ না ওই কাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ দিবেন না, ওই কাজটি পরিপূর্ণ হবে না এবং আমলীভাবে সেটাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন না ততক্ষণ একাজটি হবে না। যদি আমরা মুসলমানদের মনজয়কারী হয়ে যায় তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের জন্য সাওয়াবে জারীয়ার ভান্ডার লেগে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর অসংখ্য মুবাল্লিগ প্রস্তুত হয়ে দুনিয়াতে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ পাকের রহমতের উপর আমার প্রত্যাশা যে, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে এই মহান কাজটির মধ্যে আমার অবদানও রয়েছে কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমিও খুব অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

میں تو تنہا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر اک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا

ম্যা তো তানহা হী চালা থা জানিবে মঞ্জিল মাগার
এক এক আতা গেয়া কারওয়াঁ বনতা গেয়া

www.dawateislami.net

মুসলমানদের মন জয় করা

হে আশিকানে রাসূল! তোমরা মনস্থির করো যে, তোমরা কারো হৃদয় ভাঙবে না, বরং সকলকে সন্তুষ্ট করবে। স্মরণ রেখো! যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বৈধ স্বার্থ থাকে, ততক্ষণ মানুষের হৃদয়কে সন্তুষ্ট রাখা উচিত, আর যেখানে বৈধ স্বার্থ, অর্থাৎ শরীয়ত, সন্তুষ্ট না করার নির্দেশ দেয়, সেখানে কাউকেই আমলে নেওয়া উচিত নয়। হায়! যদি আমরা মুসলমানরা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে শিখতাম এবং তাদের হৃদয় ভাঙা, তাদের নিয়ে ঠাট্টা করা ও অকারণে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা বন্ধ করতাম। স্মরণ রেখো! তাকিয়ে থেকে কাউকে কষ্ট দেওয়াও পাপ, কিন্তু আজকাল মানুষ এমনভাবে তাকায় যেন তাকানো কোনো সমস্যাই নয়। হায়! যদি আমরা মুমিনদের প্রতি কোমল ও উদার হতাম! যখন কেউ আমাদের মজলিসে আসে, আমাদের উচিত একটু সরে গিয়ে তার বসার জন্য জায়গা করে দেওয়া। একইভাবে, যদি কোথাও যাওয়ার সুযোগ পান, বাস বা ট্রেনে নিজের আসনে আরামে না বসে, দাঁড়িয়ে থাকা কোনো মুসলমানকে আপনার আসনটি ছেড়ে দিন, যাতে সে কিছুক্ষণ বসতে পারে এবং আপনিও কিছুক্ষণ বসতে পারেন। এভাবে আত্মত্যাগের মাধ্যমে একজন মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনা যায়।

মন জয় করার বিভিন্ন রূপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি ভেবে দেখেন, একজন মুসলিমের হৃদয় নানাভাবে জয় হতে পারে। যেমন, কাউকে উপহার দেওয়া যেতে পারে, কারণ এটিও খুশির একটি উৎস। একইভাবে, যদি কোনো মুসলিম পরামর্শ চায়, তবে তাকে ভালো পরামর্শ দেওয়া উচিত, কারণ এটিও তার হৃদয়কে খুশি করবে। একইভাবে, ঘুষ ও অন্যান্য অবৈধ পথ পরিহার করে একজন

www.dawateislami.net

মুসলিমকে চাকরি দেওয়া উচিত, কারণ এতে সে খুশি হবে এবং তার পরিবার নিয়োগকারীর জন্য দোয়া করবে। একইভাবে, একজন মুসলিম ভাইকে নিজের পকেট থেকে খরচ করে সুন্নাত শেখা ও শেখানোর জন্য কাফেলায় পাঠানো উচিত। এতে তার হৃদয় আনন্দ অনুভব করবে এবং কাফেলা থেকে সে যা কিছু শিখবে, তার সাওয়াবও প্রেরক পাবেন। এছাড়াও, যদি কাফেলা ভ্রমণের বরকতের মাধ্যমে সেই মুসলিম ভাই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হন, তবে তার মাধ্যমে সে যেই নেক আমলই করুক না কেন, اِنْ شَآءَ الله প্রেরকও তার প্রতিদান পাবেন। মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকাও উপহার হিসেবে দেওয়া যেতে পারে, কারণ সেগুলোতেও অনেক বরকত রয়েছে। মনে রাখবেন! মনকে খুশি করার এই উপায়গুলো আপাতদৃষ্টিতে খুবই সস্তা, কিন্তু পরকালে এগুলো অনেক উপকারী হবে। সুতরাং,

মাদানী মুযাকারার মাদানী বাহার

আমি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) পাকিস্তানের বাইরে থাকা একজন ইসলামী ভাইকে মাদানী মুযাকারার অনেকগুলো ক্যাসেট দিয়েছিলাম। তিনি যখন সেগুলোর মধ্যে পাঁচটি শুনলেন, তখন বললেন, "এগুলোতে উত্তম ডাক্তারি ব্যবস্থাপত্র, শরীয়তের তথ্য, ঐতিহাসিক তথ্য এবং ফিকহী তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। আপনি আমাকে এই ক্যাসেটগুলো আগে দেননি কেন? এখন আমি সবগুলোই শুনব।"

এই ঘটনাটি এও প্রমাণ করে যে, মাদানী মুযাকারা শুনেও নিজের অন্তরকে আনন্দিত করা যায়।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ মানুষকে কতটা আনন্দিত করতেন, তা এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। যেমন,

২০ বছর পর্যন্ত অন্ধ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, এক সুদর্শন ছেলের সাথে অত্যন্ত সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী এক মেয়ের বাগদান হয়েছিল। হঠাৎ মেয়েটির বসন্ত রোগ হলো এবং সে কুৎসিত হয়ে গেল। মেয়েটির পরিবার আতঙ্কিত হয়ে বলতে লাগল, "এখন কী হবে?" ইতিমধ্যে মেয়েটির পরিবার খবর পেল যে বরের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ কমে যাচ্ছে, এবং তারপর জানা গেল যে সে অন্ধ হয়ে গেছে। মেয়েটির পরিবার এই ভেবে সন্তুষ্ট হলো যে, যেহেতু আমাদের মেয়েটিই রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তাহলে ছেলেটিও অন্ধ হয়ে গেছে। তারপর তারা বিয়ে করল এবং ২০ বছর সুখে শান্তিতে বসবাস করল। ২০ বছর পর, যখন মেয়েটি মারা গেল, তখন অন্ধ লোকটির দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। কী ঘটেছে তা জেনে সবাই অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: "এই মেয়েটির বসন্ত রোগ হয়েছিল এবং তার পরিবার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, তাই আমি তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ২০ বছর নিজেকে অন্ধ রেখেছিলাম, যাতে তারা ভেঙে না পড়ে।"

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১২৭)

ভাবুন তো! বরের উত্তম চরিত্র তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাকে ২০ বছর অন্ধ রেখেছিল, অথচ আমরা সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত নই। আমরাই সেই লোক যারা মিষ্টি জিনিস দ্রুত নিয়ে নিই এবং তিক্ত জিনিস থুতু দিয়ে ফেলে দিই,

www.dawateislami.net

যদিও এমনটা হওয়া উচিত নয়। যেখানে আমাদের এত আরাম ও আয়েশ রয়েছে, সেখানে যদি কখনও কোনো কষ্ট বা পরীক্ষা আসে, তবে আমাদের ধৈর্যশীল ও অবিচল থাকা উচিত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং অকৃতজ্ঞতা পরিহার করা উচিত। এ ব্যাপারে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা পেশ করা হলো:

মাহমুদ আয়ায ও শসার টুকরো

বর্ণিত আছে, প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল বাদশাহ, সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে কোন এক ব্যক্তি শসা নিয়ে উপস্থিত হলো। সুলতান শসাগুলো গ্রহণ করলেন এবং প্রদানকারীকে পুরস্কৃত করলেন। আয়ায খুব মজা করে খেলেন। এরপর সুলতান দ্বিতীয় আরেকটি কাটলেন এবং আগ্রহ নিয়ে খেতে লাগলেন তো সেটা এমন তিক্ত ছিল যে, মুখে রাখাটাই কঠিন ছিল। সুলতান অবাক হয়ে আয়াযের দিকে তাকালেন আর বললেন: আয়ায! এত তিক্ত হওয়ার পরও তুমি কিভাবে খেলে? বাহ! তোমার চেহারায় তো বিন্দু পরিমাণ অনিহার প্রভাবও দেখা যাচ্ছে না? আয়ায আরজ করল: জনাব! শসাটি আসলেই অনেক তিক্ত ছিল। মুখে নিলাম তো আকল বলল: "ফেলে দাও।" কিন্তু ইশক বলে উঠল: "আয়ায খবরদার! এটা ওই হাত যেটা দিয়ে প্রতিদিন মিষ্টান্ন খাও, যদি একদিন তিক্ত জিনিস পড়ে যায় তবে কী হয়েছে? এটাকে ফেলে দেয়া ভালোবাসার আদবের পরিপন্থী সুতরাং ইশকের অনুসরণে আমি তিক্ত শসাটি খেয়ে নিয়েছি।" আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

(রাহবারে যিন্দেগী, পৃ: ১৬৭)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! গোলাম তার মুনিবের মনজয় করার খাতিরে শসার তিক্ততা খেয়ে নিয়েছে অথচ আমাদের অবস্থা হলো এটা যে, আমল করা দূরের কথা আমরা মন জয় করার ব্যাপারেও জানিও না। হতে পারে এমন ঘটনা শুনে আমাদের মাথায় মানুষের মন জয় করার গুরুত্বটি স্থান করে নিবে কিন্তু এটা মেনে নিন যে, যদি আমরা আমাদের ঘর, এলাকা ও যেখানে ব্যবসা করি ওখানে জায়িয পদ্ধতিতে মুসলমানের মনখুশি করা, একে অপরের সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাত করার, কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান ও নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোকারী হয়ে যায় তবে اِنْ شَآءَ الله সমাজ খুব দ্রুত শুধরে যাবে। মনে রাখবেন! নাজায়িয পদ্ধতিতে কারো মন জয় করবেন না যেমন যদি বাপ তার ছেলেকে বলে যে, অমুকের পকেট কেটে আসো তাহলে চাহে বাবার মনে কষ্ট আসুক না কেন ছেলে তার বাবার কথা মান্য করবে না কেননা এটি হারাম কাজ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানের মনেকষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকা ও কল্যাণের সাথে কথাবার্তা বলা মাগফিরাতের মাধ্যমও হতে পারে, যেমন

সদয়ভাবে কথা বলার কারণে ক্ষমা

শেখ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি ইন্তেকাল করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, একজন তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: আল্লাহ পাক আপনার কী ফয়সালা করলেন? তিনি উত্তর দিলেন: আমি কখনো কাউকে রাগান্বিত করিনি, আমি সকলের সাথে সদয় আচরণ করেছি এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলেছি, তাই আল্লাহ পাক এই কাজের জন্য আমাকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং ক্ষমা করে দিয়েছেন। (বুস্তানে সাদী, পৃ: ১৪৯)

www.dawateislami.net

আহা! আমরাও যদি মানুষকে খুশি করতে পারতাম, তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের উপর খুশি হতেন, আর যখন আল্লাহ পাক খুশি হন, তখন তিনি আমাদেরকেও খুশি করেন। যদি আমরা অকারণে মানুষকে রাগিয়ে দিই, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ পাক আমাদের উপর রাগান্বিত হবেন, আর যদি আল্লাহ পাক আমাদের উপর নারাজ হন, তবে তাঁর কবল থেকে আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। সুতরাং, আমাদেরকে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। যখন আমরা এইভাবে আনন্দ ছড়ানো, ঘৃণা দূর করা এবং ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়াকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিই, তাহলে اِنْ شَآءَ الله সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন সব জায়গা থেকে সুন্নাতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, কাফেলার সারি গঠিত হবে এবং নেক আমল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের মাদানী লক্ষ্যও এটাই: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله" সুতরাং, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য, কাফেলায় সফর করাকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন এবং প্রতিদিনের নেক আমলের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার যিম্মাদারের কাছে জমা দেওয়াকে অভ্যাসে পরিণত করুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে আপনি সমাজে একজন সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবেন। যেহেতু নেক আমলকারী ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহে ধার্মিক হয়ে যায়, তাই শয়তান আপনাকে নেক আমলের রিসালা কিনতে বা পূরণ করতে দেবে না। এমনকি যদি আপনার আমল ১২টি নেক আমলের উপরও থাকে, তবুও সেগুলো চালিয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله ধীরে ধীরে আপনিও ৭২টি নেক আমল করতে পারবেন।

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
বৃদ্ধা মহিলার দীদার হয়ে গেল.....২
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উত্তম চরিত্রের একটি ঝলক.....৩
ঘাড় ডিঙিয়ে যাওয়া.....৪
নেকীর মাঝে গুনাহ সম্পাদন.....৫
মা-বাবার আনুগত্য কতক্ষণ করবেন?.....৬
লাগাম অন্য কারো হাতে.....৭
মন জয় করা মহান একটি সুন্নাত.....৮
একটু সরে বসার দুইটি উপকার.....৯
মুবাল্লিগের ঘোষণা করলে একটু সরে যাবেন.....১০
খুশির ফেরেশতা.....১০
সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী বলতে কী বোঝায়?.....১২
মন জয় করার একটি সহজ পদ্ধতি.....১৩
শিশুদেরও মন জয় করুন.....১৪
বাচ্চাদেরও কিছু না কিছু বোধশক্তি থাকে.....১৫
বাচ্চাদের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালোবাসা.....১৬
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মন জয় করার ধরন.....১৭
মুসলমানদের মন জয় করা.....১৯
মন জয় করার বিভিন্ন রূপ.....১৯
মাদানী মুযাকারার মাদানী বাহার.....২০
২০ বছর পর্যন্ত অন্ধ.....২১
মাহমুদ আয়ায ও শসার টুকরো.....২২
সদয়ভাবে কথা বলার কারণে ক্ষমা.....২৩

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net